রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, এপ্রিল ১৯, ২০১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমি মন্ত্রণালয়

অধিশাখা-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩০ চৈত্র ১৪১৭ বঙ্গাব্দ/১৩ এপ্রিল ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৮৮-আইন/২০১১।—বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৬২ নং আইন) এর ধারা ১৬ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—এই বিধিমালা বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই বিধিমালায়,—

(১) "আইন" অর্থ বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০;

(২) "জেলা প্রশাসক" অর্থ জেলা প্রশাসক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত অন্য কোন কর্মকর্তা;

(৩) "জেলা কমিটি" অর্থ বিধি ৪ এর অধীন গঠিত জেলাবালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা কমিটি;

(৪) "জাতীয় কমিটি" অর্থ বিধি ৬ এর অধীন গঠিত জাতীয় বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা কমিটি;

মূল্য ঃ টাকা ১০.০০

(৫) "ড্রেজার বা মেশিন" অর্থ সুইং (Swing) করিবার ক্ষমতাসম্পন্ন জলপথ খননে বিআইডব্লিউটিএ বা সমুদ্র বন্দর বা পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) কর্তৃক ব্যবহৃত বা বিবেচিত জলপথ খনন যন্ত্রকে বুঝাইবে;

(৬) "তফসিল" অর্থ কোন বালুমহাল বা নদীর তলদেশ হইতে বালু উত্তোলনের জন্য চিহ্নিত স্থানের জেলা, উপজেলা, মৌজা, খতিয়ান, দাগ ও জমির পরিমাণের তথ্য;

(৭) "নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ" অর্থ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ);

(৮) "মন্ত্রণালয়" অর্থ ভূমি মন্ত্রণালয়।

৩। **ড্রেজিং-এর মাধ্যমে বালু উত্তোলন সংক্রান্ত বিধান, ইত্যাদি।**—(১) নৌ-বন্দর সীমার বাহিরে নির্ধারিত নৌ-পথসমূহ হইতে বালু উত্তোলনের জন্য নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ কাজ পরিচালনা করিবে এবং হাইড্রোগ্রাফিক চার্টের ভিত্তিতে বালু উত্তোলনের নিমিত্ত ড্রেজিংয়ের এলাকা চিহ্নিত করিয়া উক্ত চিহ্নিত স্থানের উত্তোলনযোগ্য বালুর পরিমাণ নির্ণয় করিয়া হাইড্রোগ্রাফিক চার্ট, তফসিলসহ মৌজাম্যাপ ও প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবরে প্রদান করিবে।

(২) নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের হাইড্রোগ্রাফিক চার্ট, তফসিলসহ মৌজাম্যাপ ও প্রতিবেদন অনুযায়ী এবং আইনের ধারা ৯ এর বিধান অনুসরণক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক উক্ত শ্রেণীভুক্ত নৌ-পথকে বালুমহাল ঘোষণা করিবেন।

(৩) ইজারাদার নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত হাইড্রোগ্রাফিক জরিপের ভিত্তিতে প্রণীত চার্ট অনুসরণক্রমে বালু মহাল হইতে বালু উত্তোলন শুরু করিবে;

তবে ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে বালু উত্তোলন শুরুর ১৫ দিন পূর্বে ইজারাদার উক্ত কর্তৃপক্ষকে বালু উত্তোলনের বিষয়টি অবহিতক্রমে ড্রেজার বা মেশিনসহ ফ্লোটিং পাইপ লাইন স্থাপন করিয়া ড্রেজিং কাজ শুরু করিবে।

(৪) হাইড্রোগ্রাফিক জরিপের ভিত্তিতে প্রণীত চার্টে বর্ণিত জল পথের তলদেশ হইতে বালু বা মাটি উত্তোলনের ক্ষেত্রে যথাযথ ঢাল সংরক্ষণ সাপেক্ষে সুয়িং করিয়া নদীর তলদেশ সুষম স্তরে খনন করা যাইবে।

(৫) ড্রেজিংকালে ড্রেজিংকৃত বালু বা মাটি কোন অবস্থাতেই নদীতে ফেলা যাইবে না এবং ইজারাদার কর্তৃক নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় অপসারিত উক্ত বালু বা মাটি জেলা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত স্থানে ফেলিতে হইবে।

(৬) ড্রেজিংকালে ইজারাদার তাহার নিজ পদ্ধতিতে অর্জিত গভীরতা পর্যবেক্ষণ করিবে এবং ড্রেজিং এর মাধ্যমে পোস্ট-ড্রেজিং নির্ধারিত গভীরতা অর্জিত হইয়াছে মর্মে ইজারাগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে অবহিত পূর্বক নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের নিকট হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ করিবার আবেদন করিবে।

(৭) উপ-বিধি (৬) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের হাইড্রোগ্রাফিক শাখা প্রি-ড্রেজিং হাইড্রোগ্রাফিক জরিপের ন্যায় একই পদ্ধতিতে প্রকৌশলী ও ইজারাদারের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ড্রেজিংকৃত এলাকায় পোস্ট ড্রেজিং হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ সম্পন্ন এবং প্রি ও পোস্ট ড্রেজিং হাইড্রোগ্রাফিক জরিপের চার্টসমূহ একই স্কেলে (১ ঃ ১০০০) ১০০ মিটার সাউন্ডিং ইন্টারভ্যালে প্রস্তুত করিবে।

(৮) ড্রেজিং এলাকায় প্রতিটি সাউন্ডিং পয়েন্টকে চুক্তিকৃত সর্বনিম্ন গভীরতা অর্জন করিতে হইবে এবং ইহা নিশ্চিত করিবার জন্য ভরাট এলাকায় নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রকৌশলী ও ইজারাদারের প্রতিনিধি সমন্বয়ে যৌথ পোস্ট-ওয়ার্ক সোর জরিপ করিতে হইবে।

(৯) পোস্ট-ড্রেজিং হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ চার্ট নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে, তবে উক্ত জরিপ চার্ট অনুমোদন না হওয়া বা অন্য কোন কারণে ইজারার মেয়াদ কালে ইজারাচুক্তির শর্তানুসারে বালু বা মাটি উত্তোলন কার্যক্রম বন্ধ রাখা যাইবে না।

(১০) ইজারাদার কর্তৃক ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে বালু উত্তোলন কার্যক্রম নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ নিয়মিত তদারকি ও পর্যবেক্ষণ করিবে এবং তদারকি ও পর্যবেক্ষণকালে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপের সুপারিশ অনুসারে বালু উত্তোলন ও ড্রেজিং কাজ নির্দিষ্ট পরিমাণে হইতেছে কিনা, উক্ত কার্যক্রমের ফলে নদীপথ বা নদীর গতি প্রকৃতির উপর কী প্রভাব পড়িতেছে এবং ইহার ফলে পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত বা জনস্বার্থ ক্ষুন্ন হইতেছে কিনা তাহা বিবেচনা করিবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কারিগরি বা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য এতদ্‌বিষয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করিবে।

(১১) তদারকি বা পর্যবেক্ষণে গাফিলতির কারণে পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত বা জনস্বার্থ ক্ষুন্ন হইলে সংশ্লিষ্ট তদারকী কর্মকর্তাগণ উহার জন্য দায়ী হইবেন।

৪। **জেলা কমিটি গঠন, ইত্যাদি।**—(১) আইনের ধারা ১০ এর উপ-ধারা (২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে জেলা বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) জেলা প্রশাসক, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) পুলিশ সুপার;

(গ) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব);

(ঘ) খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর প্রতিনিধি;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা;

(চ) পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি;

(ছ) নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষের একজন প্রতিনিধি;

(জ) পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি;

(ঝ) গণপূর্ত অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি;

(ঞ) রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) কমিটির ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হইবে।

(৩) উক্ত কমিটি প্রয়োজনীয় উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনবোধে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(৪) সংশ্লিষ্ট এলাকার সংসদ-সদস্যগণ উক্ত কমিটির উপদেষ্টা থাকিবেন এবং তাহারা, প্রয়োজনে, উক্ত কমিটিকে ইজারা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করিবেন।

৫। **জেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী।**—জেলা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) বালু বা মাটি উত্তোলনের জন্য নির্ধারিত স্থানের তফসিল, নক্সা, উত্তোলনযোগ্য বালুর সম্ভাব্য পরিমাণ, সম্ভাব্য সরকারি মূল্য বা অন্য কোন বিষয় উল্লেখপূর্বক দরপত্র ফরম প্রস্তুত করা;

(খ) বালুমহাল ইজারার জন্য প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা;

(গ) বালুমহালের এলাকা ও সীমানা হ্রাস-বৃদ্ধিকরণ সম্পর্কিত সুপারিশ প্রদানসহ বালু উত্তোলন সংক্রান্ত আনুষংগিক অন্য কোন বিষয় পর্যালোচনা ও তদ্‌প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা;

(ঘ) বালু উত্তোলন কার্যক্রম তদারকি ও পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় মনে করিলে ইজারা তথা বালু উত্তোলনের অনুমতি বাতিলের সুপারিশ করা;

(ঙ) উত্তোলিত বালু রাখিবার স্থান ও সময় নির্ধারণ করা;

(চ) পরিবেশের উপর বালু উত্তোলনের সম্ভাব্য প্রভাব পর্যবেক্ষণ, নদীর তীর ভাঙ্গন রোধে গৃহীত ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ ও বালু উত্তোলনস্থলে শব্দ নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ছ) বালু উত্তোলনের ফলে পানির গুণগত মানের পরিবর্তন ও প্রভাব পর্যবেক্ষণ, মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর উপর সৃষ্ট প্রভাব ও ঝুঁকি পর্যবেক্ষণ এবং তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা;

(জ) মাছের প্রজনন সময়ে ও প্রজনন ক্ষেত্রে বালু উত্তোলন বন্ধ রাখিবার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঝ) নদীর গতি পথের পরিবর্তন হইতেছে কিনা বা সেই কারণে তীরবর্তী জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে কিনা এবং নৌ-পথে নৌযান চলাচল সুগম রাখা হইতেছে কিনা তাহা পর্যবেক্ষণ ও তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঞ) বালু উত্তোলন কার্যক্রমের ফলে বাঁধ, স্থাপনা বা অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে কিনা বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে কিনা তাহা পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬। **জাতীয় কমিটি।**—(১) আইনের ধারা ১২ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে একটি জাতীয় বালুমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) প্রতিমন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়;

(গ) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়;

(ঘ) সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়;

(ঙ) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়;

(চ) সচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়;

(ছ) সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ;

(জ) চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড;

(ঝ) মহা পরিচালক, পানি উন্নয়ন বোর্ড;

(ঞ) চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ;

(ট) মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর;

(ঠ) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর;

(ড) প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী অধিদপ্তর;

(ঢ) প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর;

(ণ) নির্বাহী পরিচালক, ইন্সটিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং;

(ত) যুগ্ম-সচিব (আইন), ভূমি মন্ত্রণালয়, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) কমিটির ন্যূনতম ৬ (ছয়) জন সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হইবে এবং কমিটি প্রয়োজনে কোন কর্মকর্তা বা বিশেষজ্ঞকে তাঁহার মতামত গ্রহণের জন্য সভায় আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে।

৭। **জাতীয় কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী।**—জাতীয় কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) বালু উত্তোলন কার্যক্রম সম্পর্কে উদ্ভূত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কোন সমস্যা পর্যালোচনা ও তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা;

(খ) বালু উত্তোলনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্য কোন সংস্থার সাথে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা;

(গ) বালু বা মাটি রপ্তানির ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় হইতে প্রেরিত আবেদন পরীক্ষাপূর্বক সুপারিশ ও মতামত প্রদান করা।

৮। **বালু বা মাটি রপ্তানি সংক্রান্ত বিধান ।**—(১) বালু বা মাটি রপ্তানি করিতে আগ্রহী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমতি গ্রহণের জন্য উক্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর মন্ত্রণালয় উহা প্রাথমিকভাবে যাচাই-বাছাই করিবে এবং প্রাথমিক যাচাই-বাছাইয়ে আবেদনটি যথাযথ হইলে পরীক্ষাপূর্বক সুপারিশ ও মতামত প্রদানের উদ্দেশ্যে উহা জাতীয় কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন কোন আবেদন প্রাপ্তির পর জাতীয় কমিটি নিম্নবর্ণিত বিষয়ে প্রতিবেদন আকারে মন্ত্রণালয়ে উহার সুপারিশ প্রেরণ করিবে, যথা ঃ—

(ক) প্রতি ঘনফুট, ঘনসেন্টিমিটার, ঘনমিটার বা প্রযোজ্য অন্য কোন এককে বালু বা মাটির মূল্য নির্ধারণ;

(খ) মন্ত্রণালয় অন্য কোন কারিগরি বিষয়ে মতামত চাহিলে তৎসম্পর্কে মতামত প্রদান।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন কোন সুপারিশ প্রাপ্তির পর জাতীয় কমিটির সুপারিশ বিবেচনার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রীর সভাপতিত্বে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের প্রতিনিধির সমন্বয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় উহা বিবেচনা ও অনুমোদন করিবে এবং প্রয়োজনীয় মনে করিলে জাতীয় কমিটির সুপারিশের অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করিয়া আবেদনটি চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করিতে পারিবে।

৯। **তালিকাভুক্তি, ইত্যাদি ।**—(১) আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর ইজারাদার হিসাবে তালিকাভুক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এর নিকট পরিশিষ্ট 'গ' তে উল্লিখিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে।

(২) প্রথম শ্রেণীর তালিকাভুক্তির ফি হইবে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর তালিকাভুক্তির ফি হইবে ৫০০ (পাঁচশত) টাকা।

(৩) প্রথম শ্রেণীর তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যে কোন বালুমহালের ইজারা দরপত্রে অংশগ্রহণের যোগ্য হইবেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উন্মুক্তস্থান বা ছড়ার মধ্যস্থিত বালুমহালের ইজারা দরপত্রে অংশগ্রহণের যোগ্য হইবেন।

তবে প্রথম শ্রেণীর তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অন্য কোন জেলায় অবস্থিত বালুমহালের ইজারা ডাকে অংশগ্রহণে আগ্রহী হইলে তাহাকে উক্ত জেলায় তালিকাভুক্তির জন্য ১০০০ (এক হাজার) টাকা ফি প্রদান করিতে হইবে।

(৪) তালিকাভুক্তির জন্য প্রত্যেক আবেদনকারীকে পরিশিষ্ট 'ঘ' তে উল্লিখিত শ্রেণী অনুযায়ী প্রযোজ্য শর্তাবলী পূরণ করিতে হইবে।

(৫) সকল তালিকাভুক্তি হইবে এক বৎসর মেয়াদী ও বৎসর ওয়ারী উহা নবায়ন করা যাইবে এবং প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ হইতে ৩০শে কার্তিক পর্যন্ত সময়ে উক্ত তালিকাভুক্তি নবায়ন করা যাইবে।

(৬) জেলা কমিটি বালুমহাল ইজারা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রতিবছর ১লা অগ্রহায়ণ তারিখ হইতে কার্যক্রম শুরু করিবে এবং বালুমহালের তালিকা অনুমোদনের জন্য বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৭) বিভাগীয় কমিশনার তালিকা প্রাপ্তি ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতিকে তালিকা অনুমোদনের সিদ্ধান্ত অথবা অন্য কোন নির্দেশনা থাকিলে অবহিত করিবেন।

(৮) জেলা কমিটির সভাপতি সংশ্লিষ্ট জেলার বালুমহালের ইজারা প্রদান কার্যক্রম ২০ চৈত্র তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করিবেন;

তবে উক্ত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রদান কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব না হইলে জেলা কমিটির সভাপতির আবেদনের প্রেক্ষিতে বিভাগীয় কমিশনার উহা সম্পন্নের সময়সীমা প্রাথমিকভাবে ২১ (একুশ) দিন এবং পরবর্তী আবেদনের প্রেক্ষিতে যুক্তিসংগত সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

১০। **দরপত্র দাখিল ও উহা চূড়ান্তকরণ।**—(১) জেলা কমিটির সভাপতি দরপত্র ফরম সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় হইতে বিক্রয় এবং উক্ত কার্যালয়সমূহে দরপত্র দাখিলের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২) দরপত্র বিজ্ঞপ্তি একটি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্র, একটি স্থানীয় দৈনিক সংবাদপত্র এবং জেলা প্রশাসনের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করিতে হইবে।

(৩) দরপত্র দাখিলের জন্য নির্ধারিত সময়ের ১৫(পনের) দিন পূর্বে দরপত্র বিজ্ঞপ্তি স্থানীয় পৌরসভা কার্যালয়, ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো, পানি উন্নয়ন বোর্ড, উপজেলা ভূমি অফিস ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে টাঙ্গাইয়া প্রচার করিতে হইবে।

(৪) জেলা বালুমহাল ইজারা প্রদান সংক্রান্ত কমিটি প্রতিটি সিডিউলের মূল্য সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত আইন ও বিধি অনুসারে বালুমহালের মূল্যমানের উপর ভিত্তি করিয়া নির্ধারণ করিবে এবং দরদাতাগণকে তাহাদের উদ্ধৃত দরের ২৫% ভাগ জামানত হিসাবে ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে দরপত্রের সাথে দাখিল করিতে হইবে।

(৫) কার্যাদেশে ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধিতব্য সমুদয় মূল্যের উল্লেখ থাকিবে এবং ইজারাগ্রহীতাকে কার্যাদেশ প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত সমুদয় অর্থ (ভ্যাট, আয়কর এবং সরকার নির্ধারিত অন্যান্য করসহ) সরকারের অনুকূলে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৬) উপ-বিধি (৫) এর অধীন অর্থ পরিশোধের পর পরবর্তী ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে পরিশিষ্ট 'ক' বা 'খ' তে উল্লিখিত ফরমে জেলা প্রশাসক ইজারা চুক্তি সম্পাদনপূর্বক (২৫০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প বা সরকার কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত উপযুক্ত মূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে) ইজারাগ্রহীতাকে সংশ্লিষ্ট বালুমহালের দখল বুঝাইয়া দিবেন।

(৭) জেলা প্রশাসক কর্তৃক দখল বুঝাইয়া দেওয়ার পর ইজারাদার বালু উত্তোলন বা ড্রেজিং কাজ শুরু করিতে পারিবে।

(৮) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারাদার কার্যাদেশে উল্লিখিত সমুদয় মূল্য সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ না করিলে জেলা প্রশাসক জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্তসহ ইজারার কার্যাদেশ বাতিল করিতে পারিবেন এবং এইরূপ ক্ষেত্রে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্তিসহ পুনঃ ইজারা প্রদানের কার্যক্রমগ্রহণ বা পরবর্তী সিদ্ধান্তের জন্য জেলা কমিটির নিকট পেশ করিবেন।

(৯) পর পর দু'টি ইজারা ডাকে সরকার নির্ধারিত ইজারা মূল্য পাওয়া না গেলে নির্ধারিত তৃতীয় ডাকের সর্বোচ্চ ডাক গ্রহীতাকে কমিটি বিশেষ বিবেচনায় ইজারা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করিতে পারিবে, তবে তৃতীয় বারের সর্বোচ্চ ডাক প্রথম ও দ্বিতীয় বারের সর্বোচ্চ ডাকের চেয়ে কম হইলে কমিটি উক্ত ডাকসমূহের সর্বোচ্চ দরদাতাদের পর্যায়ক্রমে ইজারা গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে এবং উক্ত ইজারা ডাকে কেউ আগ্রহী না হইলে কমিটি পুনঃদরপত্র আহবান করিবে।

(১০) ইজারা প্রদানের মাধ্যমে আদায়কৃত অর্থ বা বাজেয়াপ্তকৃত, প্রদত্ত করাদি ব্যতিত, যাবতীয় অর্থ বালুমহাল ইজারাসংক্রান্ত নির্ধারিত কোডে' জমা প্রদান করিতে হইবে।

(১১) ইজারা মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে, জেলা কমিটি বালুর পরিমাণ, বাজারমূল্য, উত্তোলন ব্যয় ইত্যাদি বিবেচনাপূর্বক অথবা পূর্ববর্তী তিন বৎসরের ইজারা মূল্যের গড়ের ১০% উর্ধ্বহারের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বালুমহালের ইজারা মূল্য নির্ধারণ করিবে।

১১। **ইজারা বাতিল ও আপীল।**—(১) ইজারাগ্রহীতা কার্যাদেশে উল্লিখিত অর্থ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা না করিলে জেলা প্রশাসক ইজারা প্রদানের দিন হইতে পরবর্তী অষ্টম কার্য দিবসে বা যত দ্রুত সম্ভব ইজারা বাতিল করিয়া জামানত বাবদ গৃহীত ২৫% অর্থ বাজেয়াপ্তক্রমে উহা ইজারাদারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(২) ইজারাদার ইজারা চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ বা লঙ্ঘন করিলে এবং বিষয়টি গুরুতর প্রকৃতির হইলে জেলা প্রশাসক ৩ (তিন) কার্য দিবস সময় দিয়া ইজারাদারকে চুক্তির শর্ত ভঙ্গের বা লঙ্ঘনের বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হইয়া জবাব দাখিলের নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং উক্তরূপে দাখিলকৃত জবাব সন্তোষজনক না হইলে বা নোটিশ দেওয়া স্বত্বেও হাজির না হইলে বা জবাব দাখিল না করিলে তিনি ইজারা চুক্তি বাতিলসহ তাহার বিবেচনায় যুক্তিযুক্ত যে কোন আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রদত্ত আদেশে ইজারাদার সন্তুষ্ট না হইলে জেলা প্রশাসকের আদেশের বিরুদ্ধে আদেশ প্রাপ্তির ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে বিভাগীয় কমিশনার বরাবর আপীল দায়ের করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপে কোন আপীল দাখিল করা হইলে আপীলকারী উহা জেলা প্রশাসককে অবহিত করিবেন।

(৪) আপীলের বিষয়ে অবহিত হইবার পর জেলা প্রশাসক তাহার আদেশের কার্যকারিতা আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত করিবেন।

(৫) বিভাগীয় কমিশনার আপীল শুনানীকালে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বা তাহার প্রতিনিধিকে শুনানীতে উপস্থিত থাকিবার জন্য নোটিশ প্রদান করিয়া যত দ্রুত সম্ভব আপীল নিষ্পত্তি করিবেন এবং তাহার সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

পরিশিষ্ট-'ক'

(বিধি-১০(৬) দ্রষ্টব্য)

উন্মুক্ত স্থান বা ছড়ার মধ্যস্থিত বালুমহাল হইতে বালু উত্তোলনের ইজারা চুক্তি ফরম।

এই বালুমহাল ইজারাচুক্তিপত্র ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে জেলা প্রশাসক/কালেক্টর জেলা........... .... (অতঃপর ইজারাদাতা বলিয়া অভিহিত হইবে)

-প্রথম পক্ষ

এবং

.... পিতা/স্বামী .... বর্তমান ঠিকানা.................................... পেশা ....(অতঃপর ইজারাগ্রহীতা বলিয়া অভিহিত হইবে)

-দ্বিতীয় পক্ষ

এর মধ্যে ....সনের ....মাসের..................তারিখ সম্পাদিত হইল ঃ

যেহেতু ইজারাদাতা .... জেলায় অবস্থিত নিম্ন তফসিলভুক্ত বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১ মোতাবেক বালুমহালের মালিক;

যেহেতু .... জেলার জেলা প্রশাসক/কালেক্টর উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া .... সনের জন্য .... (কথায়...........................) টাকায় ইজারা প্রদানে সম্মত হইয়াছেন;

সেহেতু এখন ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক তফসিলে বর্ণিত বালুমহাল ....তারিখ হইতে .... তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য নিম্ন বর্ণিত শর্তে ইজারা গ্রহণে স্বীকৃত হওয়ায় এবং উক্ত সময়ের ইজারামূল্য বাবদ সর্বমোট ....(কথায়...................) টাকা পরিশোধ করায় ইজারাদাতা ইজারাগ্রহীতার সহিত নিম্নোক্ত মর্মে ও শর্তে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইলেন ঃ

(১) ইজারাগ্রহীতা বালুমহালের পরিসীমা বা চৌহদ্দী বজায় রাখিবেন ও সংরক্ষণ করিবেন। কেহ যাহাতে এই বালুমহালে অনুপ্রবেশ বা বেদখল না করেন তাহা ইজারাগ্রহীতা নিশ্চিত করিবেন।

(২) ইজারামূল্য বা তার কিস্তি খেলাপ হইলে ইজারাবকেয়া মূল্যের প্রচলিত হারে সুদ আরোপ করা হইবে এবং সুদসহ ইজারামূল্য বা কিস্তি Public Demands Recovery Act, 1913 মোতাবেক আদায় যোগ্য হইবে।

(৩) ইজারাগ্রহীতা অনুমোদিত তোলা ব্যতীত অন্য কোন অর্থ আদায় করিতে পারিবেন না এবং বিক্রেতা বা ক্রেতাকে কোন ভাবে হয়রানি করিতে পারিবেন না।

(৪) ইজারাগ্রহীতা এই বালুমহালে ইজারাধীন তাহার কোন ইজারা স্বত্ব, স্বার্থ বা অধিকার অন্য কাহারও নিকট হস্তান্তর বা সাব-লীজ প্রদান করিতে পারিবেন না।

(৫) ইজারাগ্রহীতা প্রচলিত আইনের অধীন প্রদেয় বা আরোপযোগ্য যে কোন প্রকারের কর, ডিউটি ইত্যাদি প্রদান বা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৬) ইজারাগ্রহীতা এই ইজারা চুক্তি বলে তোলা আদায় ব্যতীত অন্য কোন অধিকার বা সুবিধা অর্জন করিবে না।

(৭) ইজারাগ্রহীতা ব্যবসা বাণিজ্য বা চলাচলের জন্য স্বাভাবিক নৌ-চলাচলে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করিবেন না এবং জনস্বাস্থ্য হানিকর কোন পানি দূষণ করিতে পারিবেন না।

(৮) কালেক্টর বা নৌ-বিভাগ বা মৎস্য বিভাগের প্রদত্ত সকল শর্ত পালন করিতে ইজারাগ্রহীতা বাধ্য থাকিবেন।

(৯) সরকারের নির্দেশ বা এই চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করিলে যে কোন সময় এই ইজারা বাতিল করা যাইবে এবং বালুমহালের দখল সরকার বরাবর স্বয়ংক্রিয়ভাবে দখল প্রত্যার্পণ হইবে।

(১০) ইজারাদাতা ইজারাকৃত বালুমহালের উপরিভাগে বা অভ্যন্তরের সকল খনিজ সম্পদ বা আকরিক এর মালিকানা এবং তৎসহ অনুরূপ প্রাকৃতিক সম্পদাদি অনুসন্ধান, সংগ্রহ, খনন, উত্তোলন, প্রসেসিং ও স্থানান্তর ইত্যাদি কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় অন্য সকল সুযোগ সুবিধাদির অধিকার সংরক্ষণ করিবেন। এই সম্পদের উপর ইজারাগ্রহীতার কোন অধিকার থাকিবে না এবং উক্ত কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রে তাহার কোন আপত্তিও গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(১১) নৌ-বন্দর সীমার মধ্যে বালু উত্তোলন ও ড্রেজিং এর কার্যক্রম চালানোর জন্য ড্রেজার দ্বারা নৌ-পথে নৌ-চলাচল বিঘ্নিত হইলে বা অননুমোদিত ড্রেজার বা বিধি বহির্ভূতভাবে ড্রেজার মোতায়েন করিলে নৌ-আইন ভঙ্গের কারণে বা নৌ-নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবার কারণে সরকার কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কর্তৃপক্ষ ISO-1976 অনুযায়ী ইজারাগ্রহীতা এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং ইজারাগ্রহীতা তা মানিয়া নিতে বাধ্য থাকিবেন।

(১২) ইজারাদার সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত কাল পর্যন্ত বালু আহরণ করিতে পারিবেন। ইহার অন্যথায় বালু আহরণ করিতে হইলে জেলা কমিটির সভাপতির লিখিত অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(১৩) যদি ইজারাধীন বালুমহাল বা এর কোন অংশ, জনস্বার্থে ব্যবহারের জন্য, যে কোন সময়ে সরকারের প্রয়োজন হয় তবে চাহিবামাত্র ইজারাগ্রহীতা তা সরকারের নিকট ফেরত প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন। তবে এইক্ষেত্রে ইজারাদারের কোন ক্ষতিসাধিত হইলে আনুপাতিক হারে (Fair and equitable) ক্ষতিপূরণ পাইবেন এবং জেলা প্রশাসক এই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ধার্য করিবেন যাহা ইজারাগ্রহীতা মানিয়া নিতে বাধ্য থাকিবেন।

তফসিল

ইজারাধীন/ড্রেজিং ইজারাধীন বালুমহালের বিস্তারিত বর্ণনা ঃ

(১) জেলার নাম --------------------- ---- (২) উপজেলার নাম ----------------------

(৩) মৌজা ------------------------------ (৪) জেএল নং --------------------------

(৫) খতিয়ান নং -------------------------- (৬) দাগ নং -----------------------------

(৭) জমির পরিমাণ ----------------------

চিহ্নিত বালুমহালের জমির পরিমাণ বা ইজারাধীন জমির পরিমাণ এই ইজারা দলিলে উপরোক্ত শর্তসাপেক্ষে উপরে উল্লিখিত তারিখ ও বৎসরে ------------- (ইজারাচুক্তি স্বাক্ষরের স্থান) সাক্ষীগণের উপস্থিতিতে উভয়পক্ষ স্বাক্ষর ও সীল (যদি থাকে) প্রদান করিলেন।

স্বাক্ষর
ইজারাগ্রহীতা

স্বাক্ষর
ইজারাদাতা (জেলা প্রশাসক)

সাক্ষী ঃ

১।
পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর
ঠিকানা

২।
পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর
ঠিকানা

পরিশিষ্ট-'খ'

(বিধি-১০(৬) দ্রষ্টব্য)

নদীর তলদেশ হইতে ড্রেজিং পদ্ধতিতে বালু বা মাটি উত্তোলনের ইজারা চুক্তি ফরম

এই ড্রেজিং ইজারা চুক্তিপত্র ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে জেলা প্রশাসক/কালেক্টর জেলা........................ (অতঃপর ইজারাদাতা বলিয়া অভিহিত হইবে)

—প্রথম পক্ষ

এবং

.... পিতা/স্বামী .... বর্তমান ঠিকানা.................................. পেশা............................. (অতঃপর ইজারাগ্রহীতা বলিয়া অভিহিত হইবে)

—দ্বিতীয় পক্ষ

এর মধ্যে .... সনের .... মাসের .... তারিখ সম্পাদিত হইল ঃ যেহেতু ইজারাদাতা .... জেলায় অবস্থিত নিম্ন তফসিলভুক্ত বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১ মোতাবেক হাইড্রোগ্রাফিক জরিপে চিহ্নিত স্থানের মালিক ;

যেহেতু .... জেলার জেলা প্রশাসক/কালেক্টর উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া............ সনের জন্য ....(কথায়.........................) টাকায় ইজারা প্রদানে সম্মত হইয়াছেন ;

সেহেতু এখন ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক তফসিলে বর্ণিত এবং হাইড্রোগ্রাফিক জরিপে চিহ্নিত বালুমহাল...... তারিখ হইতে ....তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য নিম্ন বর্ণিত শর্তে ইজারা গ্রহণে স্বীকৃত হওয়ায় এবং ইজারা মূল্য বাবদ সর্বমোট......................... (কথায়.........................) টাকা পরিশোধ করায় ইজারাদাতা ইজারা গ্রহীতার সহিত নিম্নোক্ত মর্মে ও শর্তে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইলেন ঃ—

(১) নৌ-পথের অবকাঠামোগত পরিবর্তন করা যাইবে না।

(২) মাটি কাটিবার পর LLW হইতে পানির সর্বোচ্চ গভীরতা ১২.০০ ফুটের বেশী হইবে না।

(৩) নদীর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখিয়া ১:৩ ঢাল সংরক্ষণ করিয়া বালু বা মাটি উত্তোলন করিতে হইবে এবং কোন স্থানে অস্বাভাবিক গভীরতায় নদী খনন করা যাইবে না।

(৪) গ্যাস লাইন, ওয়াসা লাইন, টিএন্ডটি লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হইলে উত্তোলনকারী নিজ দায়িত্বে ও ব্যয়ে উহা মেরামত করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৫) বালু বা মাটি উত্তোলনকালে নৌ-চলাচলের কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করা যাইবে না এবং রাত্রিকালে বালু বা মাটি খনন করা যাইবে না।

(৬) বালু বা মাটি খননের সময় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে লাল পতাকা প্রদর্শন করিতে হইবে এবং যেখানে "নোঙ্গর নিষিদ্ধ" সাইন বোর্ড আছে সেস্থানে খনন করা যাইবে না।

(৭) বালু বা মাটি উত্তোলনের সময় স্থানীয় জনগণের জায়গা জমি ক্ষতিগ্রস্ত করা যাইবে না এবং ক্ষতির সম্মুখীন হইলে ইজারাগ্রহীতা নিজ উদ্যোগে তা সমাধা করিবে। তাহাতে ইজারাদাতা কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবে না বা দায়ী থাকিবে না।

(৮) বালু বা মাটি উত্তোলনকালে কোন প্রকার দুর্ঘটনার জন্য ইজারাদাতা দায়ী থাকিবে না। যে কোন প্রকার ক্ষয়ক্ষতির জন্য ইজারাগ্রহীতা দায়ী থাকিবেন এবং কোন প্রকার ক্ষতিপূরণের দাবী আসিলে ইজারাগ্রহীতাকে তাহা বহন করিতে হইবে।

(৯) বালু উত্তোলনকালে নদীর তীর, তীর সংলগ্ন ফসলি জমি বা গ্রামের পরিবেশের কোনরূপ ক্ষতিসাধন করা যাইবে না।

(১০) নদীর তীর ভূমির ঢাল (Slope) যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিয়া বালু উত্তোলন করিতে হইবে।

(১১) জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ ও পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখিতে হইবে।

(১২) বালু উত্তোলনের বিষয়ে সরকার কর্তৃক জারীকৃত সকল সার্কুলার, বিধি-বিধান ও আইনসমূহ মানিয়া চলিতে হইবে। বর্ণিত কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে জেলা প্রশাসক তাৎক্ষণিকভাবে উত্তোলন বন্ধ করিয়া দিবেন এবং ইজারাবাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(১৩) উত্তোলনকৃত বালু বা মাটি কোন অবস্থাতেই নদীর তীরে বা নদীতে ফেলা যাইবে না।

(১৪) বালু বা মাটি উত্তোলনের সময় সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও ব্যক্তি-মালিকানাধীন কোন প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা বা অবকাঠামোর কোন ক্ষতি করা যাইবে না। কোন ক্ষতিপূরণের দাবি আসিলে ইজারাগ্রহীতা তাহা বহন করিবেন।

(১৫) ড্রেজারের মাধ্যমে বালু বা মাটি উত্তোলন শেষে ড্রেজিং সংক্রান্ত যাবতীয় মালামাল (যেমন ড্রেজার, পাইপ ইত্যাদি) ইজারাগ্রহীতা দ্রুত সাইট হইতে সরাইয়া নিতে বাধ্য থাকিবেন।

(১৬) প্রস্তাবিত এলাকা হইতে মাটি কাটিবার সময় নৌ-চলাচলের কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবেন না।

(১৭) বালু বা মাটি উত্তোলনের ফলে নদীর তীর যাহাতে ভাঙ্গিয়া না যায় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(১৮) চুক্তিপত্রের সাথে সংযুক্ত হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ চার্টের চিহ্নিত স্থানের বাহিরে মাটি উত্তোলন করা যাইবে না।

(১৯) ইজারাদার সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত কাল পর্যন্ত বালু আহরণ করিতে পারিবেন। ইহার অন্যথায় বালু আহরণ করিতে হইলে জেলা কমিটির সভাপতির লিখিত অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(২০) বর্ণিত কোন শর্ত ভঙ্গ করা হইলে ইজারাদাতা তাৎক্ষণিকভাবে উত্তোলনকার্য বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন এবং তাহাতে ইজারা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

তফসিল

ইজারাধীন/ড্রেজিং ইজারাধীন বালুমহালের বিস্তারিত বর্ণনা ঃ

(১) জেলার নাম................................. (২) উপজেলার নাম................................

(৩) মৌজা .... (৪) জেএল নং.....................................

(৫) খতিয়ান নং................................... (৬) দাগ নং...

(৭) জমির পরিমাণ................................

চিহ্নিত বালুমহালের জমির পরিমাণ বা ইজারাধীন জমির পরিমাণ এই ইজারাদলিলে উপরোক্ত শর্তসাপেক্ষে উপরে উল্লিখিত তারিখ ও বৎসরে .... (ইজারাচুক্তি স্বাক্ষরের স্থান) স্বাক্ষীগণের উপস্থিতিতে উভয়পক্ষ স্বাক্ষর ও সীল (যদি থাকে) প্রদান করিলেন।

স্বাক্ষর
ইজারাগ্রহীতা

স্বাক্ষর
ইজারাদাতা (জেলা প্রশাসক)

সাক্ষী ঃ-

১।

পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

ঠিকানা

২।

পূর্ণ নাম ও স্বাক্ষর

ঠিকানা

আবেদনপত্রের ক্রমিক নম্বর ঃ..........................

পরিশিষ্ট-'গ'

(বিধি-৯(১) দ্রষ্টব্য)

বালুমহাল ইজারা দরপত্রে অংশগ্রহণের জন্য তালিকাভুক্তির আবেদন ফরম।

বরাবর
জেলা প্রশাসক,
..........................।

মহোদয়,

যথাযথ সম্মান পূর্বক বালুমহাল ইজারাদার হিসাবে তালিকাভুক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ নিম্নরূপ তথ্যাদি সদয় বিবেচনার জন্য পেশ করা হইল।

১	আবেদনকারীর নাম	ঃ
১.২	পিতা/স্বামীর নাম	ঃ
১.৩	মাতার নাম	ঃ
২	আবেদনকারীর বর্তমান ঠিকানা	ঃ
২.১	আবেদনকারীর স্থায়ী ঠিকানা	ঃ
৩	ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নম্বর (যদি থাকে)	ঃ
৪	ব্যবসায়িক নিবন্ধন সূত্র ও তারিখ	ঃ
৫	কর নিবন্ধন নম্বর (টি আই এন)	ঃ
৬	জাতীয় পরিচয় পত্র নং	ঃ
৭	টেলিফোন/মোবাইল নং	ঃ
৮	ই- মেইল (যদি থাকে)	ঃ
৯	কোন শ্রেণীর তালিকাভুক্তির সনদ এর জন্য আবেদন করা হইতেছে	ঃ

উপরোক্ত তথ্যাদি যাচাইপূর্বক আমাকে বালুমহাল ইজারা প্রাপ্তির নিমিত্ত তালিকাভুক্তি সনদ প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হইল।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

তারিখ ঃ

অফিস কপি আবেদন গ্রহণের রশিদ

আবেদনকারীর নাম ঃ

ঠিকানা ঃ

ক্রমিক নম্বর ঃ......................, তারিখ ঃ............................

গ্রহণকারীর স্বাক্ষর ও সীল

পরিশিষ্ট-'ঘ'

(বিধি-৯(৪) দ্রষ্টব্য)

বালুমহাল ইজারা দরপত্রে অংশগ্রহণের জন্য তালিকাভুক্তির শর্তাবলী

তালিকাভুক্তির ধরন ঃ (ক) প্রথম শ্রেণী

(খ) দ্বিতীয় শ্রেণী

(ক) প্রথম শ্রেণীর তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তাবলী নিম্নরূপ, যথা ঃ— (যে কোন জেলার সকল প্রকার বালুমহালের জন্য প্রযোজ্য)		(খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তাবলী নিম্নরূপ, যথা ঃ— (উন্মুক্ত স্থান বা ছড়ার মধ্যস্থিত বালুমহালের জন্য প্রযোজ্য)	
(i)	ট্রেড লাইসেন্স	(i)	ট্রেড লাইসেন্স
(ii)	TIN ও সর্বশেষ আয়কর পরিশোধের প্রমাণপত্র	(ii)	জাতীয় পরিচয় পত্র
(iii)	ব্যাংক সলভেন্সী সার্টিফিকেট	(iii)	সত্যায়িত ছবি ৩ কপি
(iv)	ভ্যাট সার্টিফিকেট	(iv)	লাইসেন্স ফি ৫০০/- টাকা
(v)	জাতীয় পরিচয় পত্র	(v)	লাইসেন্স নবায়ন ফি ১০০ টাকা
(vi)	ড্রেজার/মেশিনের মালিক বা উক্ত মেশিন ভাড়ায় সংগ্রহ করিবার ক্ষেত্রে যাহার নিকট হইতে ভাড়ায় আনা হইবে তাহার প্রত্যায়নপত্র।	(vi)	প্রতি বাংলা সনের ১লা বৈশাখ হইতে ৩০শে কার্তিক সময়কালে তালিকাভুক্তি গ্রহণ ও নবায়ন করা যাইবে। উক্ত সময় অতিক্রান্তে ১ম শ্রেণীর তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা বিলম্ব ফি এবং ২য় শ্রেণীর তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে ২০০/- টাকা বিলম্ব ফি জমা দিয়া আবেদন করিতে হইবে এবং নবায়ন করিতে হইলে প্রতি মাস বা অংশ বিশেষের জন্য ১০০/- (একশত) টাকা জরিমানা প্রদান করিতে হইবে।
(vii)	লাইসেন্স ফি ৫,০০০/- টাকা।		

(viii)	লাইসেন্স নবায়ন ফি ৫০০ টাকা।		
(xi)	সত্যায়িত ছবি ৩ কপি		
(x)	প্রতি বাংলা সনের ১লা বৈশাখ হইতে ৩০শে কার্তিক সময়কালে তালিকাভুক্তি গ্রহণ ও নবায়ন করা যাইবে। উক্ত সময় অতিক্রান্তে ১ম শ্রেণীর তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা বিলম্ব ফি এবং ২য় শ্রেণীর তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে ২০০/- টাকা বিলম্ব ফি জমা দিয়া আবেদন করিতে হইবে এবং নবায়ন করিতে হইলে প্রতি মাস বা অংশ বিশেষের জন্য ১০০/- (একশত) টাকা জরিমানা প্রদান করিতে হইবে।		

বিঃ দ্রঃ তালিকাভুক্তি বা ইজারা চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করা হইলে উক্ত তালিকাভুক্তি বাতিল বা স্থগিত বা কালো তালিকাভুক্ত করা যাইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুল ওহাব খান
উপ-সচিব।

মোহাম্মদ জাকীর হোসেন (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd